بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

উহুদের যুদ্ধে হযরত হামযা (রা.)'র শাহাদত বরণ এবং আনসারী মহিলাদের শোক প্রকাশ, হযরত মুসআব (রা.)'র শাহাদত বরণে মহানবী (সা.)-এর দোয়া এবং মহিলা সাহাবীগণের আত্মনিবেদনের বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১লা মার্চ, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) উহুদের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেন, কাফিররা উহুদের প্রান্তর থেকে চলে যাওয়ার পর মহানবী (সা.) আহত এবং শহীদ সাহাবীদের একত্রিত করেন। আহতদের সেবা শুশ্রূষা করা হয় এবং শহীদদের সমাহিত করার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া কাফিররা যেসব সাহাবীর নাক-কান কেটে দিয়েছিল তাদের দেখে তিনি (সা.) খুবই কষ্ট পান। সেসব সাহাবীর মাঝে তাঁর চাচা হযরত হামযা (রা.)ও ছিলেন, যাকে দেখে তিনি (সা.) বলেন, কাফিররা নিজেদের কর্মের মাধ্যমে নিজেদের জন্যও এমনটি করা বৈধ সাব্যস্ত করেছে অথচ এ বিষয়টিকে আমরা অবৈধ মনে করতাম। তখন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ইলহাম করে মহানবী (সা.)-কে জানানো হয়, কাফিররা যা করেছে করতে দাও; কিন্তু তুমি দয়া এবং ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো।

হযরত হামযা (রা.)'র দাফনকার্য সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তাঁকে এক টুকরো ছোট্ট কাপড়ে জড়িয়ে সমাহিত করা হয়েছিল, যার ফলে তাঁর মাথা যখন ঢেকে দেয়া হচ্ছিল পা দুটি অনাবৃত

হয়ে যাচ্ছিল আর যখন পায়ের দিকটি ঢেকে দেয়া হচ্ছিল তখন মাথা বের হয়ে যাচ্ছিল। এটি দেখে মহানবী (সা.) বলেন, তাঁর মুখমণ্ডল কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও আর পায়ের যে অংশ খোলা থাকবে সেখানে ইযখির বা ঘাস দ্বারা ঢেকে দাও। বর্ণিত হয়েছে, উহুদের দিন মহানবী (সা.) সর্বপ্রথম হযরত হামযা (রা.)'র জানাযা পড়িয়েছিলেন।

মুসলমান মহিলাদের শোক প্রকাশ ও আহাজারি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) মদীনায় ফিরে এসে দেখেন মদীনার মহিলারা তাদের মৃত আত্মীয় স্বজনদের জন্য কাঁদছে। তিনি (সা.) বলেন, হামযা'র জন্য কি কাঁদার কেউ নেই? আনসারী মহিলারা একথা জানতে পেরে হামযা (রা.)'র বাড়ির সামনে সমবেত হয়ে তাঁর জন্য কাঁদতে আরম্ভ করেন। সে সময় মহানবী (সা.) তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ জাগ্রত হয়ে বলেন, এখন তোমরা নিজেদের বাড়িতে চলে যাও আর কখনো কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য মাতম ও আহাজারি করবে না।

হযরত মুসআব (রা.)'র দাফনকার্যের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর লাশ দেখে মহানবী (সা.) কুরআনের এ আয়াতটি পড়েন, অর্থাৎ, 'মু'মিনদের মাঝে এমন অনেক পুরুষ রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছে। অতঃপর তাদের মাঝে এমনও (লোক) আছে যে নিজের সংকল্প পূর্ণ করেছে (অর্থাৎ শাহাদত বরণ করেছে) অপরদিকে তাদের মাঝে এমনও (লোক) আছে যে এখনও অপেক্ষা করছে আর তারা আদৌ (নিজেদের সংকল্পের) কোনো পরিবর্তন করে নি'। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তোমরা কিয়ামতের দিনও খোদার সমীপে শহীদ হিসেবে উপস্থাপিত হবে। অতঃপর মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে বলেন, তোমরা তাদের কবরগুলো যিয়ারত করো এবং তাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করো। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যে-ই তাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করবে তারা তার সালামের উত্তর দেবে।

উহুদের যুদ্ধে নারী সাহাবীরাও নিজেদের সাধ্যানুযায়ী ইসলামের অতুলনীয় সেবা করেছেন। **হযরত উম্মে সালমা (রা.)** উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। মহানবী (সা.) যেদিন উহুদের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন সেদিন রাতে শায়খাইন নামক স্থানে তিনি শিবির স্থাপন করেছিলেন। সেখানে হযরত উম্মে সালমা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে ভুনা মাংস ও নাবীয (তথা এক ধরনের পানীয়) পেশ করেছিলেন। **হযরত আয়েশা (রা.)** এবং **উম্মে সুলাইম (রা.)** আহত সাহাবীদের পানি পান করিয়েছেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)'র মা এবং **হযরত আতীয়া (রা.)**ও রণক্ষেত্রে পিপাসার্ত সাহাবীদের পানি পান করিয়েছেন। **হযরত ফাতেমা (রা.)** মহানবী (সা.)-এর জ্ঞান ফেরার পর তাঁর ক্ষতস্থানে চাটাইয়ের পোড়া ছাই লাগিয়েছিলেন, যার ফলে তাঁর রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়।

হযরত আয়েশা (রা.) যখন মদীনা থেকে উহুদ প্রান্তর অভিমুখে যাত্রা করেন তখন পথিমধ্যে হযরত হিন্দ বিনতে আমর (রা.)'র সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাকে যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে

জিজ্ঞেস করেন। হযরত হিন্দ (রা.) একটি উটের পিঠে করে তার শহীদ স্বামী, পুত্র এবং ভাইয়ের মরদেহ নিয়ে আসছিলেন। তথাপিও তিনি বলেন, যেহেতু মহানবী (সা.) ভালো আছেন তাই সব ঠিক আছে। তিনি ভালো থাকলে কোনো সমস্যাই আর আমাদের জন্য সমস্যা নয়।

অনুরূপভাবে কয়েকজন মহিলা সাহাবী তরবারি ও বর্শা নিয়ে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। যেমন, **হযরত উম্মে আম্মারা (রা.)** যুদ্ধের বিজয়ের সংবাদ শুনে উহুদের ময়দানে পৌঁছে দেখেন যে, হঠাৎ কাফিররা মহানবী (সা.)-কে লক্ষ্য করে আক্রমণ করছে। এটি দেখে তিনিও লড়াই করতে থাকেন আর এভাবে তিনি অনেকগুলো আঘাতও পান। **হযরত উম্মে আয়মান (রা.)**ও আহতদের পানি পান করাচ্ছিলেন, এক কাফির তাকে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করলে তা তার বাহুতে এসে লাগে আর এটি দেখে তির নিক্ষেপকারী কাফির হাসতে শুরু করে। তখন মহানবী (সা.) **হযরত সা'দ (রা.)**'র হাতে একটি তির তুলে দিয়ে সেটি নিক্ষেপ করতে বলেন। তখন তিনি সেই কাফিরকে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করেন যার ফলে সে এমনভাবে ভূপাতিত হয় যে, তার নগ্নতা প্রকাশ পেয়ে যায়। এটি দেখে মহানবী (সা.) হাসতে হাসতে বলেন, খোদা তা'লা তাকে ফলাবিহীন তিরের আঘাতে এমনভাবে ঘায়েল করেছেন যে, তা শুধুমাত্র একটি লাঠি ছিল, অথচ এটিই তার মৃত্যুর কারণ হয়েছে।

খালিদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে কাফিররা যখন (গিরিপথে অবস্থানকারী) আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের (রা.) ও তার সাথীদের শহীদ করে তখন মহানবী (সা.)-এর সাথে কেবল নয়জন সাহাবী ছিলেন। তখন মহানবী (সা.) পলায়ন করার বা নিজেকে রক্ষা করার কথা চিন্তা না করে উচ্চৈঃস্বরে নারা বা ধ্বনি দিতে থাকেন যেন মুসলমান সৈন্যবাহিনী সতর্ক হতে পারে। অথচ তিনি চুপিসারে সেখান থেকে সরেও যেতে পারতেন আর কাফিররা তাকে দেখতও পেত না, কিন্তু এতে করে মুসলমান সৈন্যবাহিনীর অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হতো। কাজেই, এটি মহানবী (সা.)-এর অনন্য সাহসিকতা ও সাহাবীদের প্রতি গভীর ভালোবাসার এক অনুপম দৃষ্টান্তছিল। এ সময় উতবা বিন আবী ওয়াক্কাস মহানবী (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে একটি পাথর নিক্ষেপ করেছিল যার ফলে তাঁর একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। তখন মহানবী (সা.) তাঁর বিরুদ্ধে দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই তুমি তাকে মৃত্যু দিও। আল্লাহ্তা'লা তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং সেদিনই সে নিহত হয়।

উহুদের যুদ্ধে হযরত **উম্মে আম্মারা (রা.)**'র স্বামী, পিতা ও দুই পুত্র সবাই শাহাদত বরণ করেছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমাদের জন্য দোয়া করুন যেন জান্নাতে আমরা আপনার সাথী হতে পারি। মহানবী (সা.) দোয়া করেন এবং তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন। একথা শুনে তিনি বলেন, এখন আমার আর কোনো কিছুর পরওয়া নেই বা আমার আর কিছু চাওয়ার নেই।

খুতবার শেষদিকে হুযূর (আই.) পাঁচজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযান্তে

তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন। তারা হলেন, সিরিয়ার মুকাররম গাসসান খালেদ আন্‌নকীব সাহেব, মুরুব্বী সিলসিলাহ্ জনাব জালীস আহমদ সাহেবের স্ত্রী মুকাররমা নওশাবা মুবারক সাহেবা। রাবওয়ার মুকাররম আব্দুল হামীদ খান সাহেবের স্ত্রী মুকাররমা রাযিয়া সুলতানা সাহেবা। লাহোরের মুকাররম ডাক্তার মুহাম্মদ সেলীম সাহেবের স্ত্রী মুকাররমা বুশরা বেগম সাহেবা এবং নরওয়ের অধিবাসী চৌধুরী গোলাম হোসেন সাহেবের পুত্র মুকাররম চৌধুরী রশীদ আহমদ সাহেব। আল্লাহ্ তা'লা প্রয়াতদের প্রতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ ব্যবহার করুন, তাদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

*বি. দ্র. - নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে নব প্রকাশিত বাংলা পুস্তকগুলি হল : **১.ইসলামের অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী** ও **২. মেয়ারুল মাযাহেব (ধর্মের মানদন্ড)**। দ্বিতীয় পুস্তকটি প্রথমবার বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়েছে। সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ইনচার্যদের সাথে যোগাযোগ করুন।- ধন্যবাদ*

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

1March 2024

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....................*P.O*........................
Distt........................*Pin*.........*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in